অষ্টম পাঠ

ঈশ্বর তোমার যত্ন নেবেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এ বিষয়গুলি শেখ।

যারা তার বাধ্য থাকে ঈশ্বর তাদের তত্ত্বাবধান করেন। ঈশ্বর খুশী হন যখন আমরা তাকে বলি : "প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।"

আমরা কৃতজ্ঞতার দান নিয়ে এসে তাকে বলি "প্রভু তোমার ধন্যবাদ হোক।"

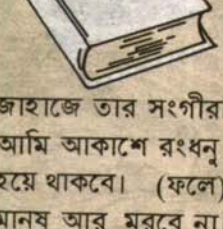

বাইবেল থেকে এই অংশটা পাঁচবার করে জোরে পড়।

বৃষ্টি পড়লো.....চল্লিশ দিন ও রাত ধরে। বন্যার জল অত্যন্ত প্রবল হলো এবং সকল উঁচু পর্বত ডুবিয়ে দিল.....কেবল নোহ এবং জাহাজে তার সংগীরা প্রাণে বেঁচে গেল। আদি.....৭ : ১২.১৯.২৩

আমি আকাশে রংধনু উঠাবো যা পৃথিবীর সংগে আমার নিয়মের চিহ্ন হয়ে থাকবে। (ফলে) পৃথিবীতে আর কখনও বন্যা হবে না ও সমস্ত মানুষ আর মরবে না। আদি ৯ : ১৩.১৫

এটা কি করতে পার ?

সঠিক উত্তরের চার পাশে গোল চিহ্ন দাও।

১। কত দিন বৃষ্টি হয়েছিল? চার, দশ, চল্লিশ।

২। জাহাজের বাইরে কত লোক জীবিত ছিল? সকলে, দশ, একজনও না।

৩। ঈশ্বর নোহের সামনে কি চিহ্ন রাখলেন? রংধনু, তারা।

সঠিক উত্তর

১। চল্লিশ ২। একজনও না ৩। রংধনু

যারা তার বাধ্য থাকে, ঈশ্বর তাদের যত্ন নেন।
নীচে বিন্দু ● হতে ● বিন্দু পর্যন্ত শব্দগুলির নীচে দাগ দাও।

বন্যার জল উপরে উঠার সংগে সংগে জাহাজ উপরে উঠলো। পৃথিবী যে বন্যার জলে ডুবে গেল জাহাজটি সেই জলের উপরে ভাসা ছিল। ● নোহ ও তার স্ত্রী, তিন পুত্র ও তাদের স্ত্রীরা জাহাজে নিরাপদেই ছিল। ●

পশুপাখীগুলিও নিরাপদে ছিল। জাহাজে তাদের খাবার ছিল (যেমন) ঘাস, খড়কুটা, শস্যবীজ, ফলমূল, বাদাম ইত্যাদি ● ঈশ্বর ও নোহ সেই পশুপাখীদের যত্ন নিলেন। ●

চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। পরে ঈশ্বর প্রবল বায়ু আনলেন যাতে পৃথিবীর জল শুকিয়ে যায় বন্যার জল আস্তে আস্তে নীচে সরে যেতে লাগলো। জাহাজটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় স্থির হয়ে থেমে রইলো।

নোহ ও তার পরিবার ভূমি শুকনো না হওয়া পর্যন্ত জাহাজের মধ্যে রইলো। পুরো একটা বছর তারা জাহাজের মধ্যে থাকলো।

● ঈশ্বর জাহাজের মধ্যে তাদের দেখাশুনা করলেন। ●

অবশেষে পৃথিবীর জল শুকিয়ে গেল। নোহ জাহাজের দরজা খুললে পর সবাই অর্থাৎ নোহ ও তার পরিবার ও সব পশুপাখীগুলি সূর্যের আলোতে বাইরে চলে এলো।

হাতীগুলো আনন্দে ডাকতে লাগলো। বানরগুলোও আনন্দে আগের চেয়ে জোরে কিচির মিচির করে চেঁচাতে লাগলো। সিংহগুলো লেজ নাড়িয়ে আনন্দে গর্জাতে লাগলো। (অর্থাৎ) মনে হলো জাহাজের বাইরে এসে সবাই খুশীতে হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

এ বিষয়টি ভেবে দেখ–

তুমি কি কখনও ঝড় তুফান দেখে ভয় পেয়েছ?

সেই অবস্থায় তোমাকে দেখার কে ছিল?

নোহের পরিবার ও পশুপাখীগুলোকে রক্ষা করতে কে সাহায্য করেছিলো?

তোমার দেখাশুনা করার জন্য তোমার পিতামাতাকে কে সাহায্য করবে?

তোমার খাবার দাবার কে জোগাড় করে দিচ্ছে?

সেই আহার যুগিয়ে দেবার জন্য তুমি কি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে থাক? বা তুমি যখন ঝড়তুফানে পড় তখন যে তিনি তোমার প্রতি খেয়াল রাখেন এবং প্রতিদিন তিনি তোমাকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার জন্যও কি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে থাক?

ঈশ্বর খুশী হন যখন আমরা বলি
"প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।"
নোহ প্রথম যে কাজটি করলেন তা হলো
ঈশ্বরের দিকে হাত তুলে
তিনি বললেন "প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।"
● নোহ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন
যেহেতু তিনি তার পরিবার এবং সব পশুপাখীদের রক্ষা
করলেন ● নোহ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন নূতন এক
পবিত্র জগতে বাস করতে দেবার জন্য।
"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে" তিনি এক নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন।

● ঈশ্বর খুশী হলেন কারণ নোহ বললেন "প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।"
ঈশ্বর তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, ● "পৃথিবীকে তিনি আর
প্লাবনে ধ্বংস করবেন না। এই রংধনুই হলো
সেই প্রতিজ্ঞার চিহ্ন।
যখন তুমি রংধনু দেখবে তখন মনে রাখবে যে
● ঈশ্বর তোমার তত্ত্বাবধান করবেন। ●

আমরাও দান উৎসর্গ করে বলি "প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ।"
আমরাও প্রভুর গৃহে আমাদের দান নিয়ে যাই।
প্রভুর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের ডালি নিয়ে যখন তুমি প্রার্থনা করবে
তখন এইরূপ প্রার্থনাটি কর।

প্রার্থনা
প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই;
আমার খাওয়া, পরা, থাকার জন্য,
যা প্রয়োজন তা তুমি মিটিয়ে দিচ্ছো।
আমার এই ছোট্ট দান তুমি গ্রহণ কর,
সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

এবারে অষ্টম পাঠের ছাত্র রেকর্ডটি পূরণ কর।